সংবাদ

তারিখ 29 JUN 2009
পৃষ্ঠা শেষ কলাম

কওমি মাদ্রাসার তালিকাভুক্তির কাজে আরও তৎপর হতে হবে

কওমি মাদ্রাসা তালিকাভুক্তির কাজ চলছে ঢিমেতেতালা। গত মার্চ থেকে কওমি মাদ্রাসা তালিকাভুক্তির কাজ শুরু করেছিল সরকার। এরপর তিন মাসেও এই কার্যক্রম শেষ হয়নি। কবে নাগাদ কার্যক্রম শেষ করা যাবে সেটাও বলতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নিজ নিজ জেলার কওমি মাদ্রাসার তালিকা পাঠানোর জন্য জেলা প্রশাসকদের মন্ত্রণালয় একাধিকবার চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র ৩৪টি জেলা থেকে হাতে লেখা তালিকা ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের সহযোগী একটি দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

এদিকে যে কয়েকটি জেলা হাতে লেখা তালিকা পাঠিয়েছে তা কম্পিউটারে কম্পোজ করতে গিয়ে নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। এজন্য জেলা প্রশাসকদের আবার নির্দেশনা পাঠিয়ে বলা হয়েছে, কম্পিউটারে কম্পোজ করে সিডির মাধ্যমে তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। এই নির্দেশের কারণে তালিকা কম্পিউটারাইজড করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মাত্র ৯ জেলার তালিকা সিডির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে এসে পৌঁছেছে। কওমি মাদ্রাসা তালিকাভুক্তির কাজ শম্বুকগতিতে চলছে বললেও কম বলা হয়।

মূলত জঙ্গি ইস্যুকে সামনে রেখে কওমি মাদ্রাসা তালিকাভুক্তির কাজ শুরু করে সরকার। এক শ্রেণীর কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে জঙ্গিদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে বহুকাল ধরেই। বিভিন্ন সময়ে এর প্রমাণও মিলেছে। কিছু কওমি মাদ্রাসা তো জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এর পরই এসব মাদ্রাসার জবাবদিহিতা তথা সরকারি নজরদারির বিষয়টি সামনে চলে আসে। সরকারও বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। কওমি মাদ্রাসাগুলো তালিকাভুক্তির নির্দেশ দেয়া হয়। তবে একটি মহল সরকারের নির্দেশের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

কওমি মাদ্রাসার তালিকাভুক্তির কাজ শেষ হলে কারিকুলাম আধুনিকীকরণ করার কাজ শুরু হবে। অথচ এ কাজে কোন গতি নেই। মাত্র ৩৪টি জেলা তালিকা তৈরি করেছে। বাকি ৩০টির কোন খবর নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একাধিকবার চিঠি দেয়ার পরও তারা তালিকা পাঠায়নি কেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে। ৩৪টি জেলা যেখানে তালিকা তৈরি করল সেখানে অন্যান্য জেলায় এখনও তালিকা না পাঠানোর কারণ জানতে হবে। দেশে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা সর্বজনবিদিত। এ কারণে সরকারের অনেক ভাল উদ্যোগ অনেক সময় মাঠে মারা যায়। কওমি মাদ্রাসা তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি সরকারের অন্যান্য কাজের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে কালক্ষেপণ কাম্য নয়। এখন সংশ্লিষ্ট মহলের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আমাদের কথা হচ্ছে, কওমি মাদ্রাসার তালিকাভুক্তি হতে হবে। এটা যেন কোন চোরাবালিতে আটকে না যায়। এ কাজের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। সে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাই হোক বা অন্য কোন কারণই হোক। এক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। কওমি মাদ্রাসাগুলোকে জঙ্গিদের সংশ্রব থেকে মুক্ত করার জন্য এটা জরুরি। আর তালিকাভুক্ত কওমি মাদ্রাসাগুলোর নাম-ঠিকানা এবং এর দায়িত্বে কারা আছেন তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। কওমি মাদ্রাসা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সরকারকে এ তালিকাভুক্তির কাজে আরও তৎপর হতে হবে। এর বিরুদ্ধে সব অপতৎপরতাকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।